দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ২৮ AUG 2007 পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

জিজ্ঞাসাবাদে ছাত্রদল সভাপতির চাঞ্চল্যকর তথ্য

রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ দিতে সব ছাত্র সংগঠন গোপনে ঐক্যবদ্ধ হয়

- উস্কানি দিয়েছেন শিক্ষক নেতারা
- খালেদা জিয়ার সাথে টেলিফোনে কথা হয়

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

ছাত্রদলের সভাপতি আজিজুল বারী হেলাল সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভ সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন। জিজ্ঞাসাবাদে হেলাল বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনকে সর্বাত্মক রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার লক্ষ্যে এখানকার প্রায় সবগুলো ছাত্র সংগঠনই গোপনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। ছাত্রদল নেতা ফিরোজ, মামুন, নাসির ও আকরাম, ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সাবেক সভাপতি দেলোয়ার হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক হেমায়েতউল্লাহ হিমু, ছাত্র ইউনিয়নের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার বর্তমান সভাপতি মানবেন্দ্র দেবসহ বিভিন্ন বাম সংগঠনের ছাত্রনেতারা এক হয়ে বিভিন্ন হলের ছাত্রদের সংগঠিত করে। ছাত্রী হলগুলোতে নেতৃত্ব দেয় শামসুন নাহার হলের ছাত্রদল নেত্রী তানজিন চৌধুরী লিলি। এছাড়া আরো শিক্ষক ও ছাত্রনেতার নাম বলেছেন তিনি। রিমান্ডে থাকা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি আজিজুল বারী হেলালের এসব তথ্য পর্যালোচনা করছে সংশ্লিষ্ট বিভাগ। সংশ্লিষ্ট একটি গোয়েন্দা (৪র্থ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

রাজনৈতিক আন্দোলনে

(প্রথম পৃঃ পর)

সূত্র জানায়, জিজ্ঞাসাবাদে হেলাল আরও জানিয়েছেন, ছাত্র আন্দোলনকে সর্বাত্মক রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক। পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সম্পাদক ড: আনোয়ার হোসেন ও ড: হারুনুর রশীদ তৎক্ষণাৎ বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে উস্কানিমূলক বিবৃতি প্রদানের পাশাপাশি মোবাইল ফোনে ছাত্রনেতাদের নানারকম দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। এছাড়া ড: সাদেকা হালিম, ড: সদরুল আমিন, শিক্ষক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক ড: আকতার হোসেন ছাত্রদের নানাভাবে উস্কানি দিয়েছেন। ছাত্রনেতাদের উত্তেজিত করতে এ ধরনের আন্দোলনে অতীতে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও সম্পৃক্ততার গল্প শুনিয়েছেন। এক্ষেত্রে নীল ও সাদা উভয় দলের শিক্ষকরা অভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেন।

বিশেষতঃ বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট শিক্ষকগণ ছাত্রদের উত্তেজিত করার কাজে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেন। এছাড়া অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক আসাদুজ্জামান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদও ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে তিনি জানান।

সূত্রটি জানায়, জিজ্ঞাসাবাদে আজিজুল বারী হেলাল আরও বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের আন্দোলনকে ক্যাম্পাসের বাইরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন রমনা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নবী তালুকদার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের ঠিকাদার সমিতির সভাপতি মোখলেছুর রহমান। এ কাজের জন্য তারা টাকা-পয়সাও খরচ করেছেন। এ ঘটনায় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আসম হান্নান শাহ'র পরোক্ষ সমর্থন ছিল বলে জানান ছাত্রদল সভাপতি। তিনি বলেন, ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী বাবু, সহ-সভাপতি সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল কাদের ভূঁইয়া সামগ্রিক ঘটনায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছেন। তারা আন্দোলনকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা চালান।

গোয়েন্দা সূত্রটি জানায়, আজিজুল বারী হেলাল জানিয়েছেন যে, ঘটনার ৮/১০ দিন আগে বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে তার টেলিফোনে কথা হয়। সেদিন খালেদা জিয়া তাকে বলেছেন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখার জন্য। সে অনুযায়ী তিনি সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। এর মধ্যেই সংঘটিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাটি। এ ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের নেতাদের মধ্যে হল পর্যায়ে যারা নেতৃত্ব দেয় তাদের মধ্যে রয়েছে পাইলট, এহতেশাম, রেজা, করিম, রিপন, মনির, শাওন, আকরাম, নাসির, দীনেশ, হুমায়ুন ও মামুন প্রমুখ বলে ছাত্রদল সভাপতি জিজ্ঞাসাবাদে জানান।